অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো
৮ অক্টোবর, ২০০৬

সাদাকো ও শান্তি আন্দোলন
জাহেদ আহমেদ
সাদাকো ও হাজার সারস্, ইলেনর কোয়েরু, অনুবাদ: স্বপন বিশ্বাস্, সাহিত্যিকা, ঢাকা্, প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার ৬৮পৃষ্ঠা মূল্য: ৮০ টাকা

সাদাকো অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও উচ্ছলতায় ভরপুর একটি জাপানি কিশোরীর নাম। ১৯৫৪ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে নয় বছর। জাপানিরা যুদ্ধের দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। নতুন নতুন স্বপ্ন সামনে রেখে তারা এগোনোর চেষ্টা করছে। ১১ বছরের কিশোরী সাদাকোর স্বপ্ন রানার হওয়ার। বিভিন্ন সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে সে স্কুলে যথেষ্ট নামও কামিয়েছে। অকস্মাৎ ভয়াবহ ছন্দপতন ঘটল। সাদাকোর ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ফেলা অ্যাটম বোমার বিকিরণজনিত প্রভাবে সে সময়টিতে জাপানে হাজার হাজার মানুষ লিউকেমিয়াসহ নানা রকম বিকলাঙ্গজনিত অসুখে আক্রান্ত হচ্ছিল। আক্রান্তদের মধ্যে সাদাকোর মতো শিশুরাও ছিল, যারা যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিল, কিংবা যাদের সে সময় জন্মও হয়নি (যেমন–সাদাকো ও হাজার সারস বইয়ে কেনজি নামের আর একটি বাচ্চা)। সাদাকো হাসপাতালে ভর্তি হলো। এ সময় সাদাকোর প্রিয় বন্ধু সিজুকু সাদাকোকে একটি 'সুখবর' দিল। 'যদি কোনো ব্যক্তি কাগজ ভাঁজ করে করে এক হাজার সারস বানায়, তাহলে দেবতারা তার ইচ্ছে পূরণ করে–সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।' সাদাকো তখন বাঁচার জন্য মরিয়া। সে শুরু করল কাগজ দিয়ে সারস বানানো। ১৯৫৫ সালের ২৫ অক্টোবর, মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত সাদাকো কাগজ দিয়ে মোট ৬৪৪টি সারস বানিয়েছিল। এরপর তার ক্লাসের সঙ্গীরা সবাই মিলে আরও ৩৫৬টি সারস বানায়। এভাবে এক হাজার সারস তৈরি হয়। এই সারস গুলো সহ সাদাকোর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ক্লাসমেটরা সাদাকোর সব চিঠিপত্র সংগ্রহ করে সে সময় একটি বই বের করে। সারা জাপানে বইটির সুবাদে ছড়িয়ে পড়ে সাদাকো ও হাজার সারসের কাহিনী। সাদাকোর প্রতি বন্ধুদের ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ছিল অত্যন্ত গভীর। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, সাদাকোসহ অ্যাটম বোমার আঘাতে প্রাণ হারানো সব শিশুর স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার। তাদের স্বপ্ন সফলও হয়। ১৯৫৮ সালে হিরোশিমা শান্তি উদ্যানে সাদাকো ও অন্য শিশুদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আজ দেখছে, প্রসারিত হাতে সাদাকো ধরে আছে সোনালি সারস। সাদাকোর সম্মানে তার বন্ধুরা আরও গড়ে তোলে 'সারস ক্লাব'। প্রতি বছরের ৬ আগস্ট শান্তি দিবসে ক্লাবের সদস্যেরা ওখানে রেখে আসে নিজেদের তৈরি সারস পাখি। তাদের সবার প্রার্থনার ভাষাও এক,যা লেখা রয়েছে স্মৃতিসৌধের পাদদেশে:' আমাদের কান্না, আমাদের প্রার্থনা–শান্তিময়বিশ্ব।'

সাদাকোর সারসবিষয়ক এই অবিস্মরণীয় কাহিনী জাপানের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে মুখ্য অবদান কানাডীয় সংবাদদাতা ও লেখিকা ইলেনর কোয়েরের। ১৯৪৯ সালে জাপান ভ্রমণকালে ক্ষতবিক্ষত হিরোশিমা ও নাগাসাকি লেখিকাকে মর্মাহত করে। ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয়বার জাপান ভ্রমণকালে প্রথমবারের মতো ইলেনর সাদাকোর স্মরণে নির্মিত সৌধ দেখতে পান। সাদাকোর কাহিনী লেখিকাকে আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জাপানের বাইরে ইংরেজি ভাষায় ইলেনর কোয়েরের সাদাকো অ্যান্ড দি থাউজেন্ড পেপার ক্রেন্স্ পুস্তকটি আমেরিকায় প্রকাশিত হয়।

অতঃপর সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় সাদাকোর কাহিনী অনূদিত হয়।

বাংলাদেশের একজন ভ্রমণ-পিপাসু স্বপন বিশ্বাস জাপান ভ্রমণে গেলে সেখানকার হিরোশিমায় শান্তি জাদুঘর দেখতে যান। সেখানে তিনি সাদাকোর স্মৃতিস্তম্ভ প্রত্যক্ষ করেন। অনেকটা মূল কাহিনী লেখক ইলেনর কোয়েরের মতো সাদাকোর কাহিনী স্বপন বিশ্বাসের মনেও গভীর দাগ কাটে। তার নিজের ভাষায়:
'শান্তি জাদুঘরের ওয়েব সাইটের এক তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বের অন্তত ৫২টি দেশের মানুষ সাদাকো সম্পর্কে অবহিত। বাংলাদেশের নাম সেখানে নেই...সাদাকো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে বহু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিতভাবে হলেও সাদাকো ও শান্তিআন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বইটি অনুবাদ করেছি।'

স্বপন বিশ্বাসের আন্তরিকতার প্রমাণ মেলে বইটির একেবারে প্রথম দিকের একটি ঘোষণায়। সেখানে তিনি বলেছেন, বইটি থেকে উপার্জিত অর্থ স্বপন বিশ্বাস ব্যয় করতে চান শান্তি আন্দোলনে এবং ঢাকায় সাদাকোর সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বিনির্মাণে। আমাকে তিনি লিখেছেন, ইতিমধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট লোকজনের সঙ্গে কথা বলাও শুরু করেছেন।

মূল ইংরেজি বইয়ের অনুবাদের পাশাপাশি এতে সংযোজিত হয়েছে সাদাকো সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য, সাদাকোর মায়ের লেখা হৃদয়স্পর্শী একটি খোলা চিঠি এবং ড্রয়িংসহ সারস বানানোর পদ্ধতি। সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটের ঠিকানাও রয়েছে এতে। আরেকটি মূল্যবান সংযোজন হচ্ছে হিরোশিমা শান্তি জাদুঘর, অনুবাদকের তোলা সাদাকো স্মৃতিসৌধের রঙিন ছবি এবং সাদাকোর পারিবারিক অ্যালবাম। অনুবাদক সাদাকোর পারিবারিক ছবিগুলো সংগ্রহ করেছেন সরাসরি সাদাকোর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে।এজন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়।

এবার অনুবাদের ভাষা প্রসঙ্গে দুটি কথা। আমি সোজাসাপ্টাভাবে এ কথা বিশ্বাস করি যে কোনো অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে যদি পাঠক ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলতে না পারেন যে এটি আসলে একটি অনুবাদ; তখন বলতে হবে, অনুবাদক ব্যর্থ। সন্দেহ নেই, কাজটি কঠিন। মূল রচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদকৃত ভাষার সাবলীলতা ও গতিময়তা রক্ষা করা অধিকাংশ অনুবাদকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, স্বপন বিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন। মূল কাহিনী ও জাপানি নামগুলো ভুলতে পারলে, আমার বিশ্বাস, অনেকে টেরও পাবেন না যে এটি আসলে একটি অনুবাদকৃত সত্য কাহিনী। হয়তো সাদাকোর কাহিনী সত্যি সত্যি স্বপন বিশ্বাসকে স্পর্শ করেছে বলেই তার পক্ষে এমনটি সম্ভব হয়েছে। সমর মজুমদারের আঁকা প্রচ্ছদ সুদৃশ্য ও বইটির কাহিনীর সঙ্গে চমৎকার মানানসই হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ত্রুটি তেমন চোখে না পড়লেও বড় একটি মুদ্রণ ত্রুটির কথা বলা উচিত। ১১ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে আগস্ট ১৯৪৫ আসলে হবে আগস্ট ১৯৫৪ সাল। আর একটি কথা, অনুবাদকের সংযোজনে' ঝরা ফুলের কথকতা' কি খুব প্রয়োজন ছিল?

সাদাকো ও হাজার সারস বিশ্বের অন্যান্য ভাষার পাঠক-পাঠিকার মতো বাংলা ভাষাভাষী হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকাকেও একইভাবে অনুপ্রাণিত করবে, এই আমাদের প্রত্যাশা। স্বপন বিশ্বাসকে অভিনন্দন।

anondomela@yahoo.com